26 FEB 1997

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 26 FEB 1997
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

বিভিন্ন স্থানে পাঠ্য বই সঙ্কট বিনামূল্যের বই চোরাবাজারে

ফরিদপুর জেলায় ৭ম হইতে ৯ম শ্রেণীর বোর্ডের বই মিলিতেছে না। অভিভাবকরা বিব্রতকর অবস্থায় পড়িয়াছেন। এদিকে সাতক্ষীরায় প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্য বিনামূল্যের বই কালোবাজারে বিক্রি হইতেছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

ফরিদপুর ।। জেলায় সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের অভাবে শিক্ষার্থীরা খুবই অসুবিধায় পড়িয়াছে, লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে।

অভিভাবকগণ ছেলেমেয়েদের হাতে নতুন ক্লাশের নতুন বই তুলিয়া দিতে না পারিয়া বিব্রতকর অবস্থায় পড়িয়াছেন। শিক্ষকগণ স্কুলে পড়াইতে পারিতেছেন না। কোন কোন অভিভাবক বই ক্রয়ের জন্য পাশের জেলায় বা অন্যান্য স্থানে চেষ্টা চালাইয়াও পাইতেছে না।

জানা গিয়াছে, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর সেটসহ এবং নবম শ্রেণীর ইংরেজী টেক্সট বই বাজারে পাওয়া যাইতেছে না। এই সুযোগে কোন কোন পুস্তক ব্যবসায়ী পুস্তকের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করিতেছে বলিয়া অভি-

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

বিভিন্নস্থানে পাঠ্য বই

(৩য় পৃঃ পর)

যোগ পাওয়া গিয়াছে। পুস্তক ব্যবসায়িগণ জানান, ঈদের ছুটির শেষে স্কুল খোলার পর বইয়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দৈনিক শত শত ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক পাঠ্য পুস্তকের খোঁজে ভিড় করিতেছে। পুস্তক ব্যবসায়িগণ আরও জানান, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের মোট চাহিদার মাত্র ২৫ ভাগ বই এ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌছিয়াছে। তাহারা জানান, মুদ্রাকর ও পরিবেশকরা চাহিদামত পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করিতে না পারায় এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। জেলা শহরে ৪৩টি সহ জেলায় মোট দেড় শতাধিক পাঠ্য বইয়ের দোকানে একই অবস্থা।

এদিকে পাঠ্য বইয়ের ক্রেতারা অভিযোগ করেন, অধিকাংশ পাঠ্য পুস্তকের দোকানে বই বিক্রয়ের 'ক্যাশ মেমো' বা রিসিট দেওয়া হয় না, বিভিন্ন অজুহাতে এড়াইয়া যাওয়া হয়। কেহ চাপ সৃষ্টি করিলে তাহাকে দেওয়া হয়।

সাতক্ষীরা ।। জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য বই এখন চোরাবাজারে গ্রামে-গঞ্জের হাটে-বাজারে বিক্রয় হইতেছে।

এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের কর্মচারীদের যোগসাজসে এই সকল বই চোরা বাজারের বিভিন্ন দোকানে আসিয়াছে।

চুরি করিয়া এই সকল বই বিক্রয় করার কারণে শিক্ষার্থীরা বই পাইতেছে না বলিয়া অভিযোগে জানা যায়। শিক্ষার্থী বা তাহাদের অভিভাবকরা শিক্ষকদের সহিত যোগাযোগ করিলে বই কম আসিয়াছে এবং আসিবে বলিয়া জানায়, অনেকে আবার অর্থ দিলে বই কিনিয়া আনিয়া দিবে বলিয়া টাকা লইতেছে।

বই বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দোকানদাররা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেছে। দোকানদাররা সরাসরি দোকান হইতে বই না দিয়া লোক মারফত বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়ার চুক্তিতে টাকা লইয়া পরে লোক মারফত বই পাঠাইয়া দিতেছে অথবা ২/১ দিন পর ছাত্র-ছাত্রীর নিকট দিতেছে।